

## শাহরিয়ার কবিরের জন্যে পঙ্কিমলা

শামছুর রাহমান

শাহরিয়ার কবির, কী গভীর ভালবাসা তোমার হৃদয়ে  
এ দেশের জন্যে, তা জানে সবুজ ঘাস,  
লতাগুলু, সুগন্ধি ফুল, উদার প্রান্তর, নদীর  
উদ্দাম স্রোত, পাখা-ঝাপটানো  
নানা রঙের পাখি, সবচেয়ে বেশি হাজার  
হাজার সংগ্রামী মানুষ। তোমার বোধে দীপ্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

হাতকড়া পরা তোমাকে যে মুহূর্তে জড়িয়ে  
কাঁদছিল কারাগারের সামনে  
তোমার মেয়ে, তখন বাংলার আকাশের কালো মেঘ থেকে  
ঝরে পড়ছিল অশ্রুক্ষণা।

শাহরিয়ার, তোমাকে ওরা এক অন্ধকার কুঠুরিতে  
বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু ওদের জানা নেই,  
তোমার অন্তর্গত আলায়ে উদ্ভাসিত,  
আশ্চর্য মুক্ত হাওয়ায় তরঙ্গিত সেই কৃপণ, জগ্নাক্ষ ঘর।

কারাগারের প্রাচীর খুব উঁচু, আমরা জানি। অথচ তুমি  
এই কঠিন, কালো দেয়ালের চেয়ে অনেক  
অনেক বেশি দীর্ঘকায়। তোমার প্রকৃত সত্তার  
নাগাল পাওয়ার যোগ্যতা ওর নেই,  
কারারক্ষীদের কাছেও তোমার উচ্চতা  
মাপার কোনও যন্ত্র নেই, নেই কোনও পদুতি।

তুমি তো ডাকাত নও, নও কোনও তরুরও, তোমার  
কোনও প্রাচীর টপকে বেরিয়ে আসার  
মনোবৃত্তি থাকতে পারেনা। বীর তুমি, তোমার  
ধরন রণজয়ী যোদ্ধার মতোই।

শাহরিয়ার, তুমি যখন বীরোচিত পদক্ষেপে,  
প্রশস্ত বুকে কুটিল মিথ্যাকে খুলোয় লুটিয়ে সত্যের মুকুট  
মাথায় কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবে, তোমার গলায়  
অনেক আগ্রহী আনন্দিত হাত পরিয়ে দেবে  
অজস্র জয়মালা, দূর থেকে মনশ্চক্ষে তোমাকে এবং  
আমার হৃদয়মথিত পঙ্কিমলা তোমার স্পর্শ করতে চাইবে।